বিএনপির তর্জন গর্জনই শোনা যায়, বর্ষণ দেখা যায় না: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আন্দোলনের হাঁক ডাক আর তর্জন গর্জনই শুধু শোনা যায় কিন্তু বর্ষণ দেখা যায় না, যাবেও না। তিনি আজ সকালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি- বিআরটিএ আয়োজিত বিশেষ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার হটানোর ঘোষণা প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতারা কর্মসূচি আর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকে। তাদের হাঁক ডাক অনেক শুনেছে জনগণ।

তিনি বলেন, তারা আন্দোলন করে দলীয় অফিসের সামনে নিজ দলের নেতাকর্মীদের মাথা ফাটিয়ে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রতি বছর ঈদের পরে আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেয় কিন্তু জনগণ কত ঈদ যে পার করলো, আন্দোলন আর দেখে না,রাজপথ শূন্যই থাকে।

তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলনের দ্বার রুদ্ধ করে তারা প্রেস ব্রিফিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিএনপির আন্দোলন পারস্পরিক অবিশ্বাস, কলহ, মিথ্যাচার আর নেতিবাচক রাজনীতির চক্রে আবদ্ধ, তাদের আন্দোলনের ডাক এখন মিথ্যাবাদী রাখালের গল্পের মতো বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে সরাতে না পারলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না, বিএনপি মহাসচিবের এমন কথা শুনলে জনগণ এখন হাসে, তারা কাদের নিয়ে আন্দোলন করবে? এদেশের স্বাধীনতা এসেছে আওয়ামী লীগের হাত ধরে, দেশের প্রতিটি অর্জনের সাথে মিশে আছে আওয়ামী লীগ।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার সেবা সহজিকরণে এবং গ্রাহকদের সুবিধার্থে দেশের যে কোন সার্কেল অফিস হতে যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি

বলেন, বিআরটিএকে সত্যিকার অর্থে সেবামূখি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদারসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ড. মোর্শেদ হাসানকে পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রদলের প্রতিবাদ সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খানকে চাকরি থেকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত বাতিল ও পুনর্বহালের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০.০০টায় রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহবায়ক মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মো. আমানউল্লাহ আমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সহ-সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জাকির, আশরাফুল আলম ফকির লিংকন, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাজেদুল ইসলাম রুমন, কে এম মুসাব্বির সাফি, যুগ্ম-সম্পাদক মো. শাহনেওয়াজ, তানজিল হাসান, তবিবুর রহমান সাগর প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে ড. মোর্শেদ হাসান খানকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত বাতিল এবং তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রদলের দুই শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার ৪ মামলার স্থগিতাদেশ আপিলেও বহাল

দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে থাকা নাশকতার তিন ও মানহানির এক মামলার কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের দেয়া স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাইকোর্টের রুল শুনানি করতে বলা হয়েছে।

মামলাগুলো সচল চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি শেষে রোববার বিচারপতি ইমান আলীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজ উদ্দিন ফকির। আর খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার এহসানুর রহমান গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে গাড়ি ভাঙচুরসহ অগ্নিসংযোগের অভিযোগে খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করে নাশকতার মামলাগুলো দায়ের করা হয়। রাজধানীর দারুস সালাম থানায় নাশকতার অভিযোগে তিনটি এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ পৃথক আরেকটি মামলা হয়। এসব মামলা স্থগিত চেয়ে খালেদা জিয়ার পক্ষে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হলে তা মঞ্জুর করা হয়। একইসঙ্গে মামলার স্থগিতের বিষয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। পরে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।

প্রসঙ্গত, এই চার মামলাসহ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলোর মধ্যে মোট ১১ মামলার কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ

বহাল রাখলেন আপিল বিভাগ।

আবরারের বাবা অসুস্থ, সাক্ষ্যগ্রহণ হয়নি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় সাক্ষগ্রহণ হয়নি আজ। মামলার বাদী আবরারের বাবা অসুস্থ থাকায় এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ ৫ অক্টোবর পর্যন্ত মূলতবি করেছেন আদালত।

রোববার ঢাকার দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল ১-এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামানের আদালতে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু এদিন মামলার বাদী আবরারের বাবা জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ায় রাষ্ট্রপক্ষ সময়ের আবেদন করেন। আদালত সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ ৪ অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবি করেন।

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার জেরে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে ডেকে নেয় বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর পর রাত ৩টার দিকে শেরেবাংলা হলের নিচতলা ও দোতলার সিঁড়ির করিডর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

পর দিন ৭ অক্টোবর দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে আবরারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। নিহত আবরার বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। শেরেবাংলা হলের ১০১১ নম্বর কক্ষে থাকতেন তিনি।

ওই ঘটনায় নিহতের বাবা বরকত উল্লাহ বাদী হয়ে চকবাজার থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে ২৫ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ওয়াহিদুজ্জামান।

অভিযুক্ত ২৫ জনের মধ্যে এজাহারনামীয় ১৯ জন এবং তদন্তে প্রাপ্ত এজাহারবহির্ভূত ছয়জন রয়েছেন। এজাহারভুক্ত ১৯ জনের মধ্যে ১৬ জন এবং এজাহারবহির্ভূত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার আসামিদের মধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন আটজন।

গ্রেফতার ২২ জন হলেন- মেহেদী হাসান রাসেল, মো. অনিক সরকার, ইফতি মোশাররফ সকাল, মো. মেহেদী হাসান রবিন, মো. মেফতাহুল ইসলাম জিওন, মুনতাসির আলম জেমি, খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম তানভির, মো. মুজাহিদুর রহমান, মুহতাসিম ফুয়াদ, মো. মনিরুজ্জামান মনির, মো. আকাশ হোসেন, হোসেন মোহাম্মদ তোহা, মাজেদুর রহমান, শামীম বিল্লাহ, মোয়াজ আবু হুরায়রা, এএসএম নাজমুস সাদাত, ইসতিয়াক আহম্মেদ মুন্না, অমিত সাহা, মো. মিজানুর রহমান ওরফে মিজান, শামসুল আরেফিন রাফাত, মোর্শেদ অমত্য ইসলাম ও এস এম মাহমুদ সেতু।

মামলার তিন আসামি এখনও পলাতক। তারা হলেন- মোর্শেদুজ্জামান জিসান, এহতেশামুল রাব্বি তানিম ও মোস্তবা রাফিদ। তাদের মধ্যে প্রথম দুজন এজাহারভুক্ত ও শেষের জন এজাহারবহির্ভূত আসামি।

দেশ ছাড়লেন ড. বিজন কুমার শীল

খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের করোনা কিট উদ্ভাবন দলের প্রধান বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুরে ফিরে গেছেন।

রোববার ভোরে সিঙ্গাপুরের একটি ফ্লাইটে বিজন কুমার শীল ঢাকা ছাড়েন বলে জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু। বাংলাদেশে জন্ম নেয়া এই বিজ্ঞানী সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছেন।

জানা গেছে, ভিসাসংক্রান্ত জটিলতার কারণে ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুর ফিরে গেছেন।

সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পাওয়া বিজন কুমার শীল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি

বিভাগের প্রধান হিসেবে পাঠদান করাচ্ছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ শুরু হলে আগের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অ্যান্টিজেন্ট ও অ্যান্টিবডি কিটের উদ্ভাবন করেন। দীর্ঘসূত্রতার পরও এটি এখনও সরকারের অনুমোদন পায়নি।
গত জুলাইয়ে বিজন কুমার শীলের ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ শেষ হয়। তার পর ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করেও কোনো সাড়া পাননি। ফলে অনেকটা আশাহত হয়েই দেশ ছাড়লেন খ্যাতনামা এই বিজ্ঞানী।

প্রসঙ্গত, এর আগে ১৯৯৯ সালে ছাগলের মড়ক ঠেকানো ভ্যাকসিন, ২০০২ সালে ডেঙ্গু ও ২০০৩ সালে সার্চ ভাইরাসের র্যারপিড টেস্টের কিট উদ্ভাবন করে আলোচনায় আসেন বিজন কুমার শীল। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে গণস্বাস্থ্য র্যা পিড কিট আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। এই কিট উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এই বিজ্ঞানী।

ভারত মহাসাগরে চীনের জাহাজ, বাড়ছে উত্তেজনা

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ভারত মহাসাগরে একটি চীনের গবেষণাকারী জাহাজকে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, মালাক্কা প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরের অঞ্চলে ইউয়ান ওয়াং নামে চীনের গবেষণাকারী জাহাজটি গত মাসে ঢুকে পড়েছিল। আর এই জাহাজটিকে ভারতীয় নৌবাহিনী ক্রমাগত নজরে রেখেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দিন কয়েক আগে ফের নিজেদের জলসীমায় ফেরত পাঠানো হয়েছে চীনের গবেষণাকারী জাহাজটিকে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি সূত্র জানায়, এই ধরনের চীনা জাহাজগুলো গবেষণার নামে ভারতের জলসীমায় ঢুকে গোপনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় গত ১৫ জুন চীন ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় ভারতের ২০ জন সেনা নিহত হয়। এরপরেও লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে চীনের সেনাদের একাধিক বার সংঘর্ষ হয়েছে। সীমান্তে সংঘাত মেটাতে এখন পর্যন্ত একাধিকবার কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক এবং কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে চীন ও ভারত।

এদিকে, ভারত-চীন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে সম্প্রতি পিথোরাগড় সীমান্তে চীন সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি গুলোর মতে, লাদাখ অঞ্চলে চীন এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু পিথোরাগড় সীমান্তে তারা এই প্রথম একটি মানবহীন আকাশযানে পর্যবেক্ষণ করেছে।

সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এপ্রিল মাস থেকে একে অপরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী। পরিস্থিতি খুবই সিরিয়াস। দুই পক্ষের রাজনৈতিক স্তরে গভীর আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করছেন তিনি।

সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, দু’দেশের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে। গত ৪৫ বছরে একাধিক মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে যে স্থিতাবস্থা নিয়ে এসেছে ভারত ও চীন, তা এক মুহূর্তে ভাঙতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সিরিয়ায় বাড়তি সেনা মোতায়েন নিয়ে ফের উত্তেজনা রাশিয়া- যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সেনাদের মধ্যে সম্প্রতি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে চার মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সামরিক যানের সংঘর্ষের পর তারা হাতাহাতিতে

জড়িয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর সিরিয়ায় বাড়তি সেনা এবং সাজোয়া যান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ বিষয়ে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন বিল আরবান জানান, সিরিয়ায় আমেরিকান এবং যৌথ বাহিনীকে বাড়তি সুরক্ষা দিতেই এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড’র এক মুখপাত্র শুক্রবার বলেন, ‘সিরিয়ায় অন্য কোনো দেশের অবস্থান করা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র।

সরাসরি রাশিয়ার নাম এ মার্কিন কর্মকর্তা উল্লেখ না করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক কর্মকর্তা বলেন, উত্তরপূর্ব সিরিয়ায় সেনা মোতায়েন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা মস্কোকে স্পষ্ট করে পারষ্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সংঘাত কমিয়ে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা মেনে চলার কথা বলছি। সেখানে রাশিয়া এবং অন্যান্য দলগুলো অপেশাদার, অনিরাপদ এবং উসকানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

সিরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলে এখনো প্রায় পাঁচশ’ মার্কিন সেনা অবস্থান করছেন। সেখানে আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কুর্দি বাহিনীকে সহায়তা করছে বলে দাবি তাদের। এর মধ্যে সিরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রুশ সেনাদের দমিয়ে রাখতে অতিরিক্ত সেনা এবং সাজোয়া যান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।আমেরিকার এ ধরনের পদক্ষেপের এখনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি মস্কো।

এদিকে সম্প্রতি ইরানি সংবাদমাধ্যম পার্সটুডের খবরে বলা হয়েছে, তাল আমর এলাকায় রাশিয়া এবং মার্কিন সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর তাদের সামরিক যানগুলো দু’দিকে চলে যায়। তবে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর ওই এলাকায় রাশিয়ার যুদ্ধ হেলিকপ্টার এবং মার্কিন যুদ্ধবিমান উড়তে দেখা যায়।

এ ব্যাপারে মস্কো টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, তাল আমর এলাকার তেল খনি থেকে মার্কিন সেনারা তেল চুরি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাশিয়ার সেনাবাহিনী ওই এলাকায় ঢুকতে গেলে মহাসড়কে তাদের গতিরোধ করে মার্কিন সেনারা। ফলে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে যুদ্ধ হেলিকপ্টার ও বিমান চলে আসে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি গত বার পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতিক নৌকার নির্বাচনে পরাজিত ব্যাক্তি নাসির উদ্দিন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওর্য়াডের তিনবার নির্বাচিত সাবেক পৌর কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম এবং জীবননগর পৌর যুব দলের আহবায়ক ও ৮নং ওর্য়াডের দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলার হযরত আলী। জীবননগর পৌরসভাটি ১৯৯৭ সালে ৯টি

ওর্য়াড নিয়ে গঠিত হয় ।

জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত নির্বাচনে পৌরবাসী আমাকে ব্যাপক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। নির্বাচনের সময় আমি সাধারন মানুষের যে সমস্থ প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম তা প্রায় সবই করেছি । আর যতটুকু বাকি আছে তা বর্তমান চলমান আছে । তা ছাড়া আমি পৌর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে নতুন ভাবে পৌর ভবন নির্বান,পৌরবাসীর নিরাপদ পানির ব্যবস্থা,রাস্থাঘাট নির্মানসহ নানা ধরনের উন্নয়মুলক কাজ করেছে ।

আশা করি আমি আগামি নির্বাচনে ও বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবো । এবং বিগত সময়ে যে ভাবে জীবননগর পৌরবাসীর সাথে ছিলাম এবং আগামি দিনগুলোও থাকবো । জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন বলেন,গতবার নির্বাচনে আমি দলীয় প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছিলাম এবারও আশা আছে পৌর নির্বাচন করবো যদি দলীয় ভাবে নমিনেশন পাই তা হলে নির্বাচন করবো ।

জীবননগর পৌর সভার সাবেক পৌর কাউন্সিলার ও আওয়ামীলীগ নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন,আমি দির্ঘ দিন যাবৎ সাধারন মানুষকে সেবা করে আসছি একাধারে তিনবার কাউন্সিলার হিসাবে বিজয় লাভ করেছি ।

মেয়র হিসাবে নির্বাচন করার জন্য ব্যাপক হারে সাড়া পেয়েছি সকলের দাবি আমি যেন এবার মেয়র পদে নির্বাচন করি ।সাধারন ভোটারদের নিয়েই আমি কাজ করি তাদের কথা আমাকে শুনতেই হবে ।

তা ছাড়া দলীয় ভাবে নমিনেশনের জন্য আমি আবেদন করবো দেওয়া না দেওয়া দলীয় ব্যাপার ।আমি যদি আগামি পৌর নির্বাচনে মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হতে পারি তা হলে আমার প্রথম কাজ হবে পৌরসভায় পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা,রাস্তাঘাটা ও ড্রেন নির্মান করা পাশাপাশি অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে থাকা এবং পৌরবাসীকে সঠিক ভাবে সেবা দেওয়া । পৌরবাসীই সব কিছুর মালিক আমি শুধু তাদের সেবক হিসাবে কাজ করতে চাই ।

জীবননগর পৌর যুবদলের আহবায়ক ও বিএনপির সম্ভব্য দলীয় মনোনয়ন প্রার্থী এবং বর্তমান ৮নং ওর্য়াড কাউন্সিলার হযরত আলী বলেন,আমি দুই বার পৌর কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। এবার আমি জীবননগর পৌর সভার মেয়র হিসাবে নির্বাচন করতে চাই ইতোমধ্যেই আমি পৌরসভার ৯টি ওয়াডেই নির্বাচনী আলোচনা করছি তাতে ভোটারদের অনেক সাড়া পেয়েছি। আমি নির্বাচনে নির্বাচিত হলে পৌরবাসীকে সঠিক ভাবে

পৌর সেবা নিশ্চিত করবো ।

পৌর সভার মধ্যে যে সমস্থ সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে । পৌর সভায় যে সমস্থ অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলো সমাপ্ত করা হবে । এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।

বৃক্ষ রোপণ ও বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ ফরিদপুরের শামীমের

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে মাঠে-ময়দানে মাঝে-মধ্যেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন। সেই কর্মসূচি পালনের ছবি নানা পত্র-পত্রিকায়ও আসে।

ছবি ফলাও করে প্রচার হওয়ায় নেতাকর্মীরা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা নিয়ে ঘরে ফেরেন ঠিকই কিন্ত ক‘দিনের মাথায়ই কর্মসূচিতে তাদের লাগানো গাছের চারা আর মাঠে-ময়দানে পাওয়া যায় না। ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। নেতাকর্মীরা সেদিকে ফিরেও আর তাকান না। এভাবেই বছরের পর বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলে। কিন্ত প্রকৃতিতে গাছের সংখ্যা আর বাড়ে না।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে এবার এগিয়ে এসেছেন আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের যুবক এসএম গোলাম সরোয়ার শামীম। তার গ্রামসহ পুরো বেলগাছি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫ হাজার নানা জাতের ফলজ ও বনজ গাছের চারা লাগানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তিনি। একই সাথে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি চারার সাথে একটি করে বাঁশের খাঁচা বানানোরও উদ্যেগ নিয়েছেন। এই বিশাল আয়োজনের কর্মসূচিতে শামীমের গ্রাম ফরিদপুরের যুবসমাজ ও মুরুব্বীরা তার সাথে রয়েছেন।

শনিবার বিকেলে ফরিদপুর খেলার মাঠে ৫ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির

উদ্বোধন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন গ্রামবাসী। ছাত্র-যুবকদের এই অসম্ভব সুন্দর আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধরাও।

ফরিদপুর গ্রামের রিকাত আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামের অপর অশীতিপর বদর উদ্দিন বিশ্বাস ভাদু মন্ডল। বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রামের কৃতি সন্তান জগলুল আরেফিন, লিটন মিয়া, ডাক্তার সামসুজ্জামান, দাউদ আলী জোয়ার্দ্দার, আব্দুল মান্নান মন্ডল, মানোয়ার হোসেন মন্ডল, গিয়াসউদ্দিন মন্ডল, মওলা বক্স মন্ডল, মনিরুদ্দিন মন্ডল, পলান মন্ডল, সাদেক মন্ডল, রইস উদ্দিন শিল্পী, আনোয়ার হোসেনসহ গ্রামবাসী।

পেঁয়াজ সমাচার এবং আমাদের চরিত্র

সম্প্রতি একরকম হঠাৎ করেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। অবশ্য কিছুদিন আগেও একবার এরকম করেছিলো তারা। এর ফলে তখনও যে ঘটনা ঘটেছিলো এখনও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটলো। রফতানী বন্ধ ঘোষনা দেবার পরদিনই বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে গেলো। অথচ সরকার বারবার বলছে তাদেরকাছে যে পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত আছে তাতে অন্তত ৩ মাস চলা যাবে। তাহলে পেঁয়াজের দাম বাড়লো কেন?

সরকারের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তো অন্তত ২ মাস বা তার বেশি সময়ের আগে বাংলাদেশে পেঁয়াজের সংকট তৈরি হবার কথা না। তাহলে দাম বাড়লো কেন? কারা বাড়ালো এবং কেন বাড়ালো? আমরা হরহামেশাই ভারতকে গালমন্দ করি যে তাদেরকে বাংলাদেশের বন্ধু বলা হলেও তারা আসলে আমাদের শত্রু। তারা সব সময় আমাদের বিপদে ফেলে। ভারত আমাদের বন্ধু না শত্রু সে তর্কে আজকে না যেয়ে বরং তর্কের খাতিরে ধরে নিলামতারা আমাদের শত্রু সে কারনে তারা হঠাৎ করে পেঁয়াজের রফতানী বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে বা বিপদে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু ৩ মাসের মজুত থাকার পরও হঠাৎ করে দাম বাড়িয়ে দিয়ে আমরা কি

করলাম? আমরা তো আমাদের শত্রু না তাহলে কেন করলাম এই কাজ? কেন এই বিপদের সময় দেশের সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে নিজের লোভ মেটাতে তৎপর হলাম। এর উত্তর কে দেবে? অথচ আমাদের কি করা উচিত ছিলো ভারত যেহেতু আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে তাই যাতে আমরা সে বিপদে না পড়ি তার জন্য বাজার স্থিতিশীল রেখে অন্য কোন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানীর সর্বাত্বক চেষ্টা করা। এবং এই সময়কালে দেশের মানুষের যেন কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাতে দাম যথেষ্ঠ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এছাড়া ভারত যেহেতু বারবার রফতানী বন্ধ করে দিচ্ছে সেটা যে কারনেই করুক না কেন এবং তাতে আমাদের যেহেতু বিপদ হচ্ছে সেহেতু পেঁয়াজ আমদানীর ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি অতি নির্ভরতা বন্ধ করে অন্যান্য বাজারের দিকে নজর দেয়া।সেটাই তো সত্যিকারের নাগরিক এবং দেশপ্রেমের কাজ। কিন্তু সেটা কি আমরা করলাম? না করলাম না। তার বদলে কিছু মানুষ নিজের অধিক মুনাফা করার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে সিন্ডিকেট বানিয়ে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।এই যদি হয় আমাদের দেশপ্রেমের নমুনা তাহলে ভারতকে লাগবে না আমাদের দেশের বারোটা বাজানোর জন্য আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ।আমার তো মনে হয় এ সমস্ত মানুষ এরকম সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে কখন দেশের এরকম সংকটকাল আসবে আর তারা সেই অবস্থাকে জিম্মি করে টাকার পাহাড় গড়বে।আমরা সব সময় অন্যের ছিদ্রান্বেশনকরে বেড়াই অথচ নিজেদের দোষ কখনই আমাদের চোখে পড়ে না।

আমার তো মনে হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা যা করেছিলো এখন আমাদের দেশের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরাও তাই করলো । রাজাকাররা নিজেদের দেশের মানুষের বিপক্ষে গিয়ে পাকিস্থানের পক্ষে কাজ করেছিলো এখনও এ দেশের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা নিজেদের দেশের মানুষের বিপক্ষে গিয়ে নিজেদের পেট ভরালো। দুইটাই তো নিজের দেশের বিরুদ্ধে বেঈমানী করা।অবশ্য এই ধরনের কাজ এটাই প্রথম নয়।

যখনই কোন সংকট আসে সব সময়ই কিছু মানুষ সেই সংকটময় মুহুর্তকে তাদের নিজের মুনাফা করার সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে।এটাই এই দেশের কিছু মানুষের চরিত্র! পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যখন কোন উৎসব হয় তখন সেই দেশে বিভিন্ন রকম পণ্যে বিভিন্ন রকম ছাড় এবং মূল্য কম করা হয় অথচ আমাদের দেশে যখন কোন উৎসব আসে তখন সেটা যেন মানুষের গলাকাটার উৎসবে পরিণত হয়। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে যখন সবচেয়ে

সংযম প্রদর্শন করা উচিত কিন্তু রমজান মাসটাই যেন আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে মুনাফা করার মাস হিসাবে বিবেচিত হয়।

আসলে আমাদের নিজেদেরক্ষতি করার জন্য কোন ভারত কিংবা অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ নিজেদের ক্ষতি করার জন্য। যতদিন আমাদের এই চরিত্র না বদলাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী